২৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 31 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ওয়েসেস ॥ কিছু দেশপ্রেমিক ছাত্রের কল্যাণচিন্তা

শাহেদুল আলম

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি নতুন ধরনের সংগঠনের জন্ম হয়েছে কিছুদিন আগে। ব্যতিক্রমধর্মী এই সংগঠনটির নাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস। সংক্ষেপে ওয়েসেস (WESES)। বুয়েটের তথা দেশের ইনজিনিয়ারিং ছাত্রছাত্রীদের জন্য কল্যাণকর কিছু অবদান রাখার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই সংগঠনটির জন্ম হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের দুঃসময়ে ও সুসময়ে তাদের উদ্দেশ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়াই হচ্ছে সংগঠনটির একমাত্র উদ্দেশ্য।

ব্যতিক্রমধর্মী এই সংগঠনটি ছাত্রছাত্রীদের দুর্যোগ মুহূর্তে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য পার্টটাইম চাকরি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সৃষ্টি হওয়ার পরপরই সংগঠনটির পক্ষ হতে এ ধরনের একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সে কথায় পরে আসছি।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার বিষয় হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে বেশকিছু ক্লাব বা সংগঠন আছে। এগুলো হলো– বুয়েট ডিবেটিং ক্লাব, বুয়েট ফিল্ম সোসাইটি, বুয়েট অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ক্লাব বুয়েট অ্যামেচার রেডিও ক্লাব, ইত্যাদি। একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই সংগঠনগুলো বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। কিন্তু এদের সহযোগিতা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট কোন ফান্ড না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই অর্থের অভাবে অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে প্রচন্ড একাডেমিক চাপের পাশাপাশি স্পনসর যোগাড় করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। সে জন্য ওয়েসেস তার ফাণ্ড থেকে এসব সংগঠনকে সহযোগিতা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রয়োজনে বুয়েটের সকল ক্লাব ও সোসাইটিকে নিয়ে প্রতিবছর একটি 'ক্লাব উইক' করার পরিকল্পনা রয়েছে ওয়েসেসের।

ওয়েসেস গঠনের পিছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে এর পিছনে রয়েছে ঢাকার প্রতিষ্ঠিত একটি কোচিং সেন্টার। কোচিং সেন্টারটি হলো 'ওমেকা।' বেশ কয়েক বছর হতেই বুয়েটের কিছুসংখ্যক ছাত্রের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এই কোচিং সেন্টারটি খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওমেকার কোন সুনির্দিষ্ট মালিক না থাকায় ছাত্রদের সমষ্টিগত পরিচালনায় এই সেন্টারটি পরিচালিত হতো। এই কোচিং সেন্টারটির বার্ষিক আয়ই হবে ওয়েসেস-এর ফাণ্ড।

আপাতত ওমেকার উপার্জিত অর্থ হতেই ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী নেয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ঢাকার একটি মধ্যম সারির কোচিং সেন্টারের আয়ও ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা। অন্য কোচিং সেন্টারগুলোর আয় যেখানে কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির পকেটে ঢুকছে, সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কল্যাণকর কিছু করার জন্য ওমেকার সদস্যদের এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবিদার। ওয়েসেস ইতোমধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সেটা হলো বাংলা একাডেমীর ইংরেজী-বাংলা ডিকশনারি সর্বোচ্চ কমিশনে কিনে এনে কোন লাভ ছাড়াই ক্রয়মূল্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিক্রি করা।

এ ছাড়া লেভেল-১-এর ছাত্র সুব্রত এখন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সে হেপাটাইটিস বি (পিজিটিভ) রোগে ভুগছে। এই অসুস্থতার কারণে সুব্রত গত টার্ম পরীক্ষা দিতে পারেনি। সুব্রতর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তাকে আরও ছয় মাস চিকিৎসাধীন থাকতে হবে, যা তার পরিবারের জন্য একটি বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওয়েসেস সুব্রতকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করবে।

বিভিন্ন সময় চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির জন্য লাভজনক বাস্তব কর্মপোযোগী বিভিন্ন প্রজেক্ট গ্রহণ করে থাকে। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবেই এটা করে থাকে। নিজস্ব উপদেষ্টাদের সুপারিশক্রমে দেশের অর্থনীতির জন্য উপযোগী এ ধরনের প্রজেক্টের জন্য ওয়েসেস অর্থ সরবরাহ করবে।

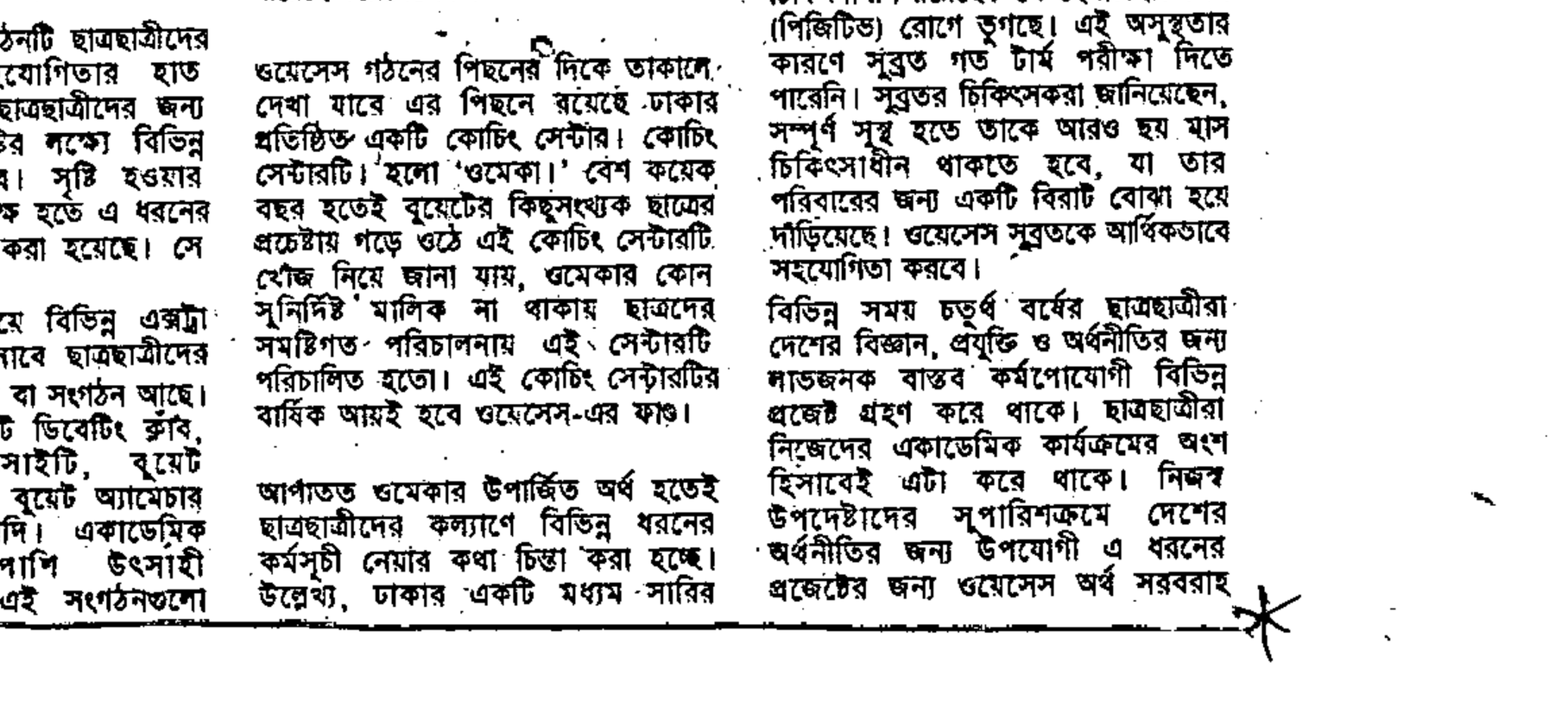

ওয়েসেস এর প্রথম সভার দৃশ্য

ওমেকা কোচিং সেন্টারটির সভ্যাংশের পুরোটাই ওয়েসেসের ফাণ্ড গঠন করবে। এছাড়াও ওমেকার টিচাররাও বুয়েটেরই ছাত্র। এখানে প্রতি লেকচার দিয়ে ছাত্ররা ২৫০ টাকা আয় করতে পারে। তাই বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ওমেকা একটি পার্টটাইম চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানও।

এই পার্টটাইম চাকরি ছাড়াও ওয়েসেস ছাত্রছাত্রীদের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অচিরেই গ্রহণ করবে। ওয়েসেসের বর্তমান প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি চৌধুরী মুহাম্মদ ফজলে রাব্বি (আজাদ) জানান, ওয়েসেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ও কম্পিউটার বিভাগের সিনিয়র ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ইলেকট্রনিক্স, হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ প্রকল্প গ্রহণ করবে। এই প্রকল্পগুলো বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক লাভ ও চর্চার পাশাপাশি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও লাভজনক হবে।

ওয়েসেস সংগঠনটি গঠিত হয়েছে গত ২৩ জুন। বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়াম কমপ্লেক্সের সেমিনার রুমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে এক সভায় এই সংগঠনটির জন্ম হয়েছে। সংগঠনটি তৈরির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য বুয়েটের প্রাক্তন ছাত্র কল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ডঃ আইনুন নিশাত ও বর্তমান ছাত্র কল্যাণ পরিচালক ডঃ আ.সা.ও কারনী-এর প্রতি বক্তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বুয়েট ছাত্র সংসদের জিএস চৌধুরী সালাহউদ্দিন টিটো। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন শহীদ স্মৃতি হলের ভিপি মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, বুয়েট ডিবেটিং ক্লাবের প্রতিনিধি হাফিজুল হক বাবর, ওয়েসেস-এর সভাপতি চৌধুরী মুহাম্মদ ফজলে রাব্বি এবং সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক পলাশ। সভায় ওয়েসেস সংগঠনটির প্রস্তাবনা ও নীতিমালা সংক্রান্ত মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন কাজী শ্যামা ইয়াজদী সিমি। সভায় বিভিন্ন বর্ষের ও লেভেলের ছাত্রছাত্রিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে চা চক্রের আয়োজন করা হয়।